International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No. 87-95
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023.87-95

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার চাঁইসম্প্রদায়ের ভাষায় ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য

প্রভাত দাস

সহকারী অধ্যাপক, নুর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Murshidabad district was the cultural hub of Bengal for a long time and naturally multilingual communities have come. The language survey of Murshidabad district found the existence of twenty-seven languages. Most of the languages are Dravidian Assyrian and Aryan sub-groups. Magahi, Maithili and Oriya are the three Gaudiya languages that originated from the Magadhi Apabhrangsha Abhatta of the Neo-Indian Aryan language. Among these, Maithili Bhojpuri with Maghi language and some dialects were mixed with Chai language. The pronunciation of chain words is similar to hindi, but bengali has an influence on the pronunciation of the chinese language group in Bengali. The Maithili language of the ancient Mithila region is the apabhrangsha chai language. Their rice and drink are very similar to the Mithila region. The people of the Chai community are spread along the north and south sides of the Ganges in Murshidabad district. Most of the Chais live on the banks of ganga, bhagirathi, jalangi and sialmari rivers in Murshidabad district. In the research paper, the morphology of the verbs of the Chinese community of Murshidabad district will be highlighted. An attempt will be made to present the subject by discussing comparative with the Bengali language.

Key Word: Murshidabad District, Chain community, Chain language, Verb Morphology, Tense.

মুর্শিদাবাদ জেলা দীর্ঘদিন বাংলার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র ছিল স্বভাবতই বহুভাষাভাষী সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছে । মুর্শিদাবাদ জেলার ভাষা সমীক্ষায় সাতাশটি ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় । অধিকাংশ ভাষা দ্রাবিড় এশিয়ো অষ্ট্রিক এবং আর্য উপগোষ্ঠীর ভাষা। "বাংলার সঙ্গে হিন্দি উর্দু বা ফারসি মিশিয়ে একটি সঙ্কর ভাষায় মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি গোষ্ঠী কথা বলেন। এদের মধ্যে চাঁই গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। কথ্য হিন্দির সঙ্গে মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক কথ্য বাংলার মিশ্রণে চাঁই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। চাঁই জনগণ এই জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩ শতাংশ।"[১] W.W.Hunter তাঁর 'Statistical Account of Murshidabad' গ্রন্থে চাঁইদের 'Semi Hinduized Aboriginals' বলেছেন। চাঁইদের সম্পর্কে Hunter সাহেব বলেছেন – "(106) chain, 26133,this is probably a bihar caste ,and so far as bangal is concerned is only found in any numbers in the districts of Murshidabad and Maldah. They are cultivators and labourers."[২] গিয়ার্সন সাহেব তার গ্রন্থে চাঁইদের সম্পর্কে বলেছেন, চাঁইরা মূলত বিহার মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা ছিল এবং তারা অস্পৃশ্য কুঞ্জর গোষ্ঠী বলে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়

বিহার অঞ্চলের অধিবাসী। চাঁইরা দ্বিভাষী তাদের পোশকি ভাষা বাংলা ও আঞ্চলিক ভাষা চাঁই। চাঁই অন্তঃপুরের ভাষা তাই অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে সুধী সমাজের কাছে সেভাবে পরিচিত হতে পারেনি।

মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার দুইপাড় উত্তর ও দক্ষিন বরাবর ছড়িয়ে আছে চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ। মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা,ভাগীরথী, জলঙ্গী, শিয়ালমারী নদীরতীরে অধিকাংশ চাঁইদের বাস। চাঁইরা গোষ্টীবদ্ধভাবে বাস করেন, তাদের গ্রামের নাম চাঁইগ্রাম, চাঁইটোলা, চাঁইমহল্লা হয়ে থাকে। চাঁই অধ্যুষিত গ্রামগুলি হলঃ জলঙ্গী থানার অন্তর্গত - বাসুদেবপুর চাঁইপাড়া, দয়ারামপুর, রানিনগর থানার শিরোচর,খয়েরতলা,পোল্লাগাড়ি ভাঙ্গা মন্দির, নতুন বামনাবাদ,ইসালামপুর থানার শিবকৃষ্ণপুর, ঘুঘুপাড়া মুর্শিদাবাদ থানার ডাহাপাড়া চাঁই পাড়া, খোশবাগ চাঁইপাড়া, চাঁই পাড়া, চর চাতরা, চুনাখালি, মুক্তিনগর,জিয়াগঞ্জ থানার - দেবীপুর চাঁই পাড়া, বাগডহর চাঁই পাড়া ,আমাইপাড়া চাঁই পাড়া ,বড়নগর, মুকুন্দবাগ ভগবানগোলা থানার চাঁই পাড়া খামার দিয়াড়, কান্তনগর মৌজার দেবীপুর চাঁই পাড়া, উপর ওড়াহার মৌজার ওড়াহার চাঁই পাড়া, রানিতলা থানার মালিপুর মৌজার করিমপুর চাঁই মন্ডলপাড়া, লালগোলা থানার ঝামরা নয়াগ্রাম নতুনদিয়ার চাঁই পাড়া,বাঁশ গড়া মৌজার বাঁশ গড়া চাঁই পাড়া, ব্রক্ষোত্তর মানিকপুর মৌজার মানিকচক চাঁই মোড়লপাড়া,রাধাকান্তপুর চাঁই পাড়া,জঙ্গীপুর থানার ধনপত নগর , গিরিয়া মৌজার লবণচোয়া চাঁই মোড়লপাড়া ,তেঘরি চাঁই মন্ডল পাড়া, ফরাক্কা থানার - কাশিনগর, খয়রাকান্দি,শ্রীরামপুর,জাফরগঞ্জ,রঘুনাথপুর ,ব্রাহ্মণগ্রাম, প্রভৃতি অঞ্চলে চাঁই সম্প্রদায়ের বাস। মুর্শিদাবাদ জেলায় শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয় বিহার, অযোধ্যা, নেপাল এবং বাংলাদেশেও চাঁইদের বাস আছে।

চাঁইসম্প্রদায় মূলত কৃষিজীবি তাই তাদের বাস নদী অববাহিকা অঞ্চলে। অতীতে এদের অনেকেই জোতদার জমিদার ছিলেন। কালের প্রভাবে আজ তাদের সেই ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়েছে। মূর্শিদাবাদ জেলের প্রচুর লোক চাঁইভাষায় কথা বলে বাংলা হিন্দি মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে চাঁই ভাষার সৃষ্টি । চর্য্যাগীতির ভাষার সঙ্গেও চাঁই ভাষার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে সহবস্থানের ফলে বাংলা ভাষার প্রচুর শব্দ যেমন তারা গ্রহণ করেছে , এ অঞ্চলের বাঙ্গালীদের কথায় ও তেমনই প্রচুর চাঁই শব্দ প্রবেশ করেছে । হিন্দি বাংলা মৈথিলী মাগহী ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট ভাষা। প্রাচীন এই ভাষার লিখিত রূপ নেই ,চাঁইদের নিজস্ব বর্ণমালা নেই এটি চলিত কথ্যভাষা। সাঁওতালী নেপালী ভাষার মত অনেক অনগ্রসর ভাষা সভ্যসমাজে স্থান পেলেও চাঁইভাষা তিমিরাচ্ছন্ন সংগোপনে অন্তঃপুরে বিরাজমান।

পশ্চিমবঙ্গের নাগর, বিন্দ, রাজবংশী ভাষার মত চাঁই মধুর একটি ভাষা। চাঁই আধুনিক ভাষা নয় আর্যদের আগমনের পূর্বে এর প্রচলন ছিল। উড বুক রিজলের মত ইংরেজ লেখকরা চাঁইদের অনার্য গোষ্ঠীর শাখা বলেছেন। গঙ্গাধরের মহারাষ্ট্র পুরাণে উল্লেখ আছে যে চাঁইরা বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পশ্চিমবঙ্গের নদীর ধারে চর এলাকায় চলে আসেন। নাগর বিন্দ ধানুক ভুঁইমালীদের সঙ্গে চাঁইদের আচার ব্যবহার ভাষা লোকাচারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[৩] চাঁই ভাষায় সম্মান বা সৌজন্যমূলক কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় না, অনেক অশ্লীল শব্দ ব্যবহৃত হয়। চাঁই ভাষায় সমার্থক শব্দের স্বল্পতা রয়েছে। নারী শব্দের প্রতিশব্দ বামা,কামিনী,রমণী, অঙ্গনা, মাগী,মহিলা, ব্যবহৃত হলেও চাঁই ভাষায় শুধু ম্যাউগী ব্যবহৃত হয়। এই ভাষায় মুখের ভাষার সঙ্গে গানের ভাষার পার্থক্য রয়েছে। বিলম্বিত লয় ও প্লুতস্বর-ই হচ্ছে এই বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। এই ভাষাতে কামতাপুরী,ভাঙ্গা হিন্দি, ভোজপুরী,ও বিহারী ভাষার মিশ্রপ্রভাব চাঁইভাষায় আছে। সেইসঙ্গে মাগধী ব্রজবুলী ভাষার প্রভাব ও রয়েছে।

নব্যভারতীয় আর্য ভাষার মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ট থেকে জন্ম হয় মাগহী, মৈথিলী ও ওড়িয়া এই তিনটি গৌড়ীয় ভাষা। এগুলির মধ্যে মাগহী ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ভোজপুরী ও কোনো কোনো উপভাষার মিশ্রণে চাঁই ভাষার জন্ম। চাঁই ভাষার শব্দ উচ্চারণ হিন্দি উর্দুর মতো বাক্যগঠন ও প্রায় হিন্দির মতো,তবে বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর চাঁই ভাষা উচ্চারণে বাংলার প্রভাব আছে। প্রাচীন মিথিলা অঞ্চলের মৈথিলী ভাষার অপভ্রংশ চাঁই ভাষা। বিহার ঝাড়খন্ড উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ও অবিভক্ত বাংলায় চাঁই জনগোষ্ঠীর ভাষা হল চাঁইভাষা। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ নদীয়া বীরভূম বর্ধমান ও দিনাজপুরের নদীতীরে চাঁই জনগোষ্ঠীর বাস।[৪] চাঁইরা বাংলার লোক নন। এরা মূলত মিথিলা অঞ্চল থেকে এদেশে আসেন। চাঁইদের লোকাচার লোকসংস্কৃতি লোকসঙ্গীত চর্চা করলেই বোঝা যায় এরা অনার্যজাত। চাঁইভাষার সঙ্গে কুর্মীদের ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। মিথিলা অঞ্চলের সঙ্গে এদের চাল-চলন পোষাক খাদ্য পানীয়ের খুব মিল পাওয়া যায়।

চাঁইভাষার ক্রিয়ার কালঃ চাঁইভাষাতে অন্যান্য ভাষার মতো ক্রিয়ার কাল তিনটি; বর্তমান কাল, অতীত কাল, ও ভবিষ্যৎ কাল। সেই সঙ্গে আছে অনুজ্ঞা ভাব। কাল ও পুরুষ ভেদে উভয় বচনে একই ক্রিয়া বিভক্তি ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল – এই ভাষায় সর্বনামের সম্ভ্রমার্থক ও তুচ্ছার্থক শব্দের ব্যবহার নেই। চাঁইরা ত্যাঁই ব্যবহার করে তুই,তুমি আপনিকে বোঝাবার জন্য। বাংলায় তোরা বলতে তোমরা কে অর্থাৎ বহুবচন অর্থে ব্যবহার হয় কিন্তু চাঁই ভাষায় তোরা সর্বনাম একবচন অর্থে অর্থাৎ তোমাকে বোঝানো হয়। একটি সারণীর সাহায্যে এই চাঁই ভাষার নির্দেশক ভাবের পুরুষ বাচক ক্রিয়াবিভক্তি নিচে তুলে দিলাম (কর সহযোগে)

বর্তমান কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
কাল	আমি/আমরা	তুমি,তোমরা	আপনি,আপনারা	তুই, তোরা	সে, তারা	তিনি, তারা
	হ্যাম্মা	ত্যাঁই	ত্যাঁই	ত্যাঁই	উ ওকরা	উ,ওকরা
সাধারণ	করি	কর	করে	করিস	করে	করেন
	ক্যারহি, ক্যারি	ক্যার	ক্যারকে	ক্যাযারস, ক্যারিহ্যান	ক্যারিকে,ক্যারকে	ক্যারযাহ্যায়
ঘটমান	করছি	করছ	করছেন	করেছিস	করছে	করছেন
	ক্যারহি	ক্যারহ্যান	ক্যারহ্যান		ক্যারাহ্যাও	ক্যারাহ্যায়
পুরাঘটিত	করেছি	করেছ	করেছেন	করেছিস	করেছে	করেছেন
	ক্যারলিহ্যা	ক্যারলিহ্যান	ক্যারলিহ্যান	ক্যারলিহ্যান	‘ক্যরক্যহ্য, ক্যারক্যায়	ক্যারাহ্যায়
অনুজ্ঞা	-	করো	করুন	কর	করুন	করুন
	-	ক্যার	ক্যার	ক্যার	-	-

সাধারণ বর্তমানের উদাহরণঃ সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার সঙ্গে ইহি, অ্যাহ্যান, হ্যায় ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করতে হয় । যেমন:

উত্তম পুরুষ – হ্যাম্ম্যা এইট্যা কাম ক্যারলিহ্যা। (আমি এটা কাজ করেছি।)
মধ্যম পুরুষ – ত্যাঁই কামটা এখনি ক্যর। (তুমি কাজটা এখুনি কর।)
প্রথম পুরুষ – উ কাম ক্যারাহ্যায়। (সে কাজ করে।)

ঘটমান বর্তমানের উদাহরণঃ

উত্তম পুরুষ – হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারহি। (আমি কাজ করছি।)
মধ্যম পুরুষ – ত্যাই কাম ক্যারাহ্যান। (তুমি কাজ করছ।)
প্রথম পুরুষ – উ কাম ক্যারাহ্যান। (সে/তিনি কাজ করছে)

পুরাঘটিত বর্তমানের উদাহরণঃ পুরাঘটিত বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের সঙ্গে অ্যাইলি, অ্যাইলে, অ্যাই, বা হো গেল্যাই , হো গেল্যাউ যুক্ত হয়।

উত্তম পুরুষ –হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারাহি। (আমি কাজ করছি।)
মধ্যম পুরুষ –ত্যাঁই কাম ক্যারলিহ্যান। (তুমি কাজ করেছ।)
প্রথম পুরুষ – উ কাম ক্যারল্যালক্যাহ্যা। (সে/তিনি কাজ করেছে।)

অনুজ্ঞাঃ

মধ্যম পুরুষ – ত্যাই কাম ক্যার। (তুই/তুমি/আপনি কাম কর/করুন।)
প্রথম পুরুষ –উ কাম ক্যার। (সে/তিনি কাজ কর/করুন।)

অতীত কাল

	উত্তম পুরুষ	**মধ্যম পুরুষ**			**প্রথম পুরুষ**	
সাধারণ	আমি ,আমরা	তুমি, তোমরা	আপনি,আপনারা	তুই, তোরা	সে, তারা	তিনি,তারা
	করলাম	করলে	করলেন	করলি	করল	করলেন
	ক্যারলি	ক্যারলে	ক্যারলে	ক্যারলি	ক্যারলাই	ক্যারলে
ঘটমান	করছিলাম	করছিলে	করছিলেন	করছিলি	করছিল	করছিলেন
	ক্যারতে হ্যালি ক্যারতে হ্যালাই	ক্যারতে হ্যালি, ক্যারলেল্যান	-	-	-	-
পুরাঘটিত	করেছিলাম	করেছিলে	করেছিলেন	করেছিলি	করেছিল	করেছিলেন
	ক্যারলিহ্যা	-	-	-	ক্যারক্যাহ্যা	-
নিত্যবৃত্ত	করতাম	করতে	করতেন	করতিস	করত	করতেন
	ক্যারতি	ক্যারলা,ক্যারতে	ক্যারতে হ্যালাই	ক্যারতিক	ক্যারত্যাই ক্যারতিয়াক	ক্যারতিক

সাধারণ অতীতের উদাহরণঃ

উত্তম পুরুষ – হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারলি। (আমি কাজটি করলাম।)

মধ্যম পুরুষ –ত্যাঁই কাম ক্যারলে। (তুমি কাম করলে।)
প্রথম পুরুষ – উ কামটা ক্যারক্যাহ্যা। (সে কামটা করল।)

ঘটমান অতীতের উদাহরণঃ

উত্তম পুরুষ –হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারতে হ্যালি। (আমি কাজ করছিলাম।)
মধ্যম পুরুষ – ত্যাঁই কাম ক্যারতে হ্যাল্যাস। (তুমি কাজ করছিলে।)
প্রথম পুরুষ –উ কাম ক্যারতে হ্যালাই। (সে কাজ করছিল।)

পুরাঘটিত অতীতের উদাহরণঃ

উত্তম পুরুষ –হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারলিহ্যা। (আমি কাজ করেছিলাম।)
মধ্যম পুরুষ –ত্যাঁই কাম ক্যারলেহ্যান। (তুমি কাজ করেছিলে।)
প্রথম পুরুষ – উ কাম ক্যারলেল্ক্যাহ্যা। (সে কাজ করেছিল।)

নিত্যবৃত্ত অতীতের উদাহরণঃ

উত্তম পুরুষ –হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারতি। (আমি কাজ করতাম।)
মধ্যম পুরুষ –ত্যাঁই কাম ক্যারত্যাস। (তুমি/আপনি কাজ করতে/করতেন।)
প্রথম পুরুষ – উ কাম ক্যারলেলক্যাহ্যা। (সে/তিনি কাজ করত /করতেন।)

ভবিষ্যৎ কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
কাল	আমি,আমরা	তুমি,তোমরা	আপনি,আপনারা	তুই,তোরা	সে,তারা	তিনি, তারা
সাধারণ	করব	করবে	করবেন	করবি	করবে	করবেন
	কারপ	ক্যারবে	ক্যারবে	ক্যার	ক্যার	ক্যারবে
ঘটমান	করতে থাকব	করতে থাকবে	করতে থাকবেন	করতে থাকবি	করতে থাকবে	করতে থাকবেন
	ক্যারতে	ক্যারতে	ক্যারতে	ক্যারতে	ক্যারতে	ক্যারতে
পুরাঘটিত	করে থাকব	করে থাকবে	করে থাকবেন	করে থাকবি	করে থাকবে	করে থাকবেন
	ক্যারল র‍্যাহাব	ক্যারতে র‍্যাহাব	ক্যারি র‍্যাহবে	ক্যারি র‍্যাহিবি	ক্যারি র‍্যাহিবা	ক্যারি র‍্যাহিবা
অনুজ্ঞা		করিও, করো	করবেন	করিস, করবি	-	-
		ক্যারিহ্যান	-	-	-	-

সাধারণ ভবিষ্যতের উদাহরণঃ

উত্তম পুরুষ – হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারযাপ। (আমি কাজ করব।)
হ্যামরা কাম ক্যারযাপ। (আমরা কাজ করব।)

মধ্যম পুরুষ –ত্যাঁই কাম ক্যারবে। (তুমি/আপনি কাজ করবে /করবেন।)
প্রথম পুরুষ – উ কাম ক্যারবে। (সে/তিনি কাজ করবে /করবেন।)

ঘটমান ভবিষ্যতের উদাহরণঃ

উত্তম পুরুষ – হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারতে হ্যাল্যাই। (আমি কাজ করতে থাকব।)
মধ্যম পুরুষ – ত্যাঁই কাম ক্যারতে হ্যালাই। (তুমি/আপনি কাজ করতে থাকবে/থাকবেন/থাকবি।)
প্রথম পুরুষ –উ কাম ক্যারতে হ্যালাই। (সে/তিনি কাজ করতে থাকবে /থাকবেন।)

পুরাঘটিত ভবিষ্যতের উদাহরণঃ

উত্তম পুরুষ – হ্যাম্ম্যা কাম ক্যারতে র‍্যাহ্যাব। (আমি কাজ করে থাকব।)
মধ্যম পুরুষ – ত্যাঁই ক্যারতে র‍্যাহিবে। (তুমি/আপনি/তুই কাজ করে থাকবে/ থাকবে/থাকবি।)
প্রথম পুরুষ – উ কাম ক্যারি র‍্যাহিবে। (সে/তিনি কাজ করে থাকবে।)

অনুজ্ঞা ভবিষ্যতের উদাহরণঃ মধ্যম পুরুষ – ত্যায়/ত্যাঁই কাম ক্যার। (তুই/তুমি/আপনি কাজ করো /করবেন/করবি।)

অসমাপিকা ক্রিয়াঃ এই ক্রিয়া বাক্যকে সম্পূর্ণতা দেয় না এবং বিধেয়’র বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু প্রকাশ করে না। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। বাংলা ভাষায় ইয়া,এ, য়ে ,ইলে, তে,ইতে ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে এই ক্রিয়া গঠিত হয় । চাঁই ভাষায় কে ,ক ইতে ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে এই ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন:

বাক্যে প্রয়োগ:

(ক) চোরি ক্যারকে ভাগ গেল্যাহ্যা। (চুরি করে পালিয়ে গেছে।)
(খ) তাড়াহুরামে কাম ন্যাই হোতাও । (তাড়াহুড়ো করলে কাজ হবে না।)
(গ) মাংস খাইতে খাইতে প্যাইখানা হোগেল্যুহা। (মাংস খেতে খেতে পায়খানা হয়ে গেল।)

যৌগিক ক্রিয়াঃ যৌগিক ক্রিয়া একাধিক ক্রিয়া নিয়ে গঠিত হয় । এতে একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থই প্রাধান্য পায়। বাংলা ভাষায় দুয়ের অধিক ক্রিয়া তাদের নিজের নিজের অর্থ বজায় রেখে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। সেরূপভাবে চাঁই ভাষায় দুইপদী ক্রিয়া নিয়ে বাক্যাংশ গঠিত হয়। যেমন:

দুইপদী ক্রিয়া বাক্যাংশ :

(ক) অবে ত্যাই নোংরাটা সাফাই ক্যারা প্যারবে। (এই যে তুমি নোংরাটা পরিষ্কার করতে পারবে?)
(খ) ওকরাকে যাবালা দে। (তাকে যেতে দাও।)
(গ) পোটরিকে তল্লিম্যা ভ্যারি দে। (পুটলির তলায় ভরে দাও।)

সংযোগমূলক ক্রিয়াঃ চাঁই ভাষাতে সংযোগমূলক ক্রিয়ার ব্যবহার শোনা যায় । সংযোগমূলক ক্রিয়ার একটি পদ বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ হয়। সংযোগমূলক ক্রিয়া = বিশেষ্য /বিশেষণ + ক্রিয়া। উদাহরণ:

(ক) বুড়ুহাটা এখনিও শুতিকে হ্যায়। (বৃদ্ধটা এখনো ঘুমাচ্ছে)

(খ) বিহাকে জুন্যে ত্যাই রাজি হোযা। (বিয়ের জন্য তুমি রাজি হয়ে যাও)

(গ) নানহা ছ্যোওড়াগ্যালা শেয়ালকে পিছে পিছে দৌড়াহে। (ছোটো শিশুরা শেয়ালের পেছনে পেছনে দৌড় লাগালো।)

নঞর্থক ক্রিয়া/নাস্ত্যর্থক ক্রিয়াঃ এই ক্রিয়াপদ নঞর্থক অর্থাৎ না,নাই নিষেধ প্রভৃতির ভাব প্রকাশ করে। নঞর্থক অব্যয় নাই, না ক্রিয়াপদের সঙ্গে বসিয়েই বাংলায় নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া হয়ে থাকে। সাধারণত অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার পরে নঞর্থক অব্যয় নাই বা না ব্যবহার হয়ে থাকে। চাঁই ভাষায় নঞর্থক ক্রিয়াপদের ভাব প্রকাশের জন্য ন্যাই, নঞর্থক অব্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। নঞর্থক অব্যয়গুলি অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার পূর্বে বসে। 'ন্যাই' নঞর্থক অব্যয়ের ব্যবহার:

(ক) ত্যাঁই অ্যাখনি তাঁত বুনালা ন্যাই পারবে। (তুমি এখন তাঁত বুনতে পারবে না।)

(খ) মিথ্যুককে শুনালা ন্যাই হোইক। (মিথ্যুকের কথা শুনিও না।)

(গ) বিশশোনাথ কুসিয়ারকে জ্যামিমে নি হ্যাও। (বিশ্বনাথ আখের জমিতে নেই।)

(ঘ) তোর বেটি কামমে ন্যাই য্যাতাও? (তোমার মেয়ে কাজে যাবে না?)

অস্ত্যর্থক ক্রিয়াঃ অস্তিত্ব থাকা ইত্যাদি বোধক ক্রিয়াপদ হচ্ছে অস্ত্যর্থক ক্রিয়া । বাংলা ভাষায় হ, আছ, রহ, থাক প্রভৃতি ধাতু থেকে এই শ্রেনীর ক্রিয়া হয়। চাঁই সম্প্রদায়ের মধ্যে জা, খা, রহ, লে, দে ইত্যাদি ধাতু থেকে এই শ্রেনীর ক্রিয়া গঠিত হতে দেখা যায়। এখানে নিম্নোক্ত মুক্ত বা বদ্ধরূপিম গুলির সঙ্গে বে ,বিন , আল,আলে, লে ইত্যাদি বদ্ধ রূপিম (ক্রিয়া বিভক্ত) যুক্ত হয়ে অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। উদাহরণ:

মুক্ত /বদ্ধ রূপিম	+ বদ্ধ রূপিম	= অস্ত্যর্থক ক্রিয়া।
জা/যা	+ বে , বিন , গা,গি, ঙে ইত্যাদি	= যাবে ,জাবিন,জাগা ,জাগি, জাঙে ইত্যাদি।
খা	+ লে,ব, বে, বিন, গি, ঙে ইত্যাদি	= খালে, খাবে, খাবিন, খাগা, খাগি, খ্যাঙে ইত্যাদি।
রহ্	+ লে, বে, বিণ, শূন্য , গা,গি ইত্যাদি	= রহ্লে রহ্বে রহ্বিন রহ্ রহ্গা রহ্গি ইত্যাদি।
দে	+ বে , বিন , গা , গি ,ঙে ইত্যাদি	= দেবে ,দেবিন, দেগা , দেগি,দেঙে ইত্যাদি।
কর্	+ লে,বে ,বিন, এগা , এগি , এঙে ইত্যাদি।	= ক্যারলে, ক্যারবে ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ:

(ক) হামরাকে লায়া শাড়িটা আনিকে দিহ্যা । (আমাকে নতুন শাড়িটা এনে দেবে?)

(খ) তোরা জ্যমিনম্যা ধান ক্যাটলা য্যাইবে? (তোমরা জমিতে ধান কাটতে যাবে?)

(গ) হ্যাম্ম্যা তোহার ঘ্যারম্যা র‍্যাইত ন্যাই রযাহ্যাব। (আমি তোমার বাড়িতে রাতে থাকবো না।)

প্রযোজক ক্রিয়াঃ এই ক্রিয়ায় অন্যকে দিয়ে কাজ করানোকে বোঝায়। বাংলা ভাষায় মূল ধাতু ব্যাঞ্জনান্ত হলে তার সাথে আ এবং স্বরান্ত হলে ওয়া যোগ করতে হয়। কিন্তু চাঁই ভাষায় মূল ধাতু ব্যঞ্জনান্ত হলে তার সাথে আ এবং স্বরান্ত হলে লা বদ্ধরূপিম যোগ করে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে বিভিন্ন কালবাচক পূর্ণ প্রযোজক ক্রিয়াপদ গঠন করে থাকে। যেমন:

ধাতু			+	বদ্ধ রূপিম	+	ক্রিয়াবিভক্তি	=	প্রযোজক ক্রিয়া
কর			+	আ	+	ইবে	=	করাইবে
লিখ্			+	আ	+	ইল্যাহ্যান	=	লিখাইল্যাহ্যান
পড়	+	আ	+	হ (বর্ণাগ)	+	ইবে	=	প্যাড়হাইবে
শুন			+	আ	+	ইহ্যান	=	শুনাইহ্যান
পিল			+	আ	+	হ্যান	=	পিল্যাহান
খা > খে			+	লা	+	হ্যান	=	খেল্যাহান
গা > গ			+	লা	+	ইবে	=	গ্যালাইবে
দে			+	খা	+	ছে	=	দেখালছে

বাক্যে প্রয়োগ:

ক) মা ল্যাড়কাটাকে দুধ খাবাবেহ্যায়। (মা, শিশুকে দুধ পান করাচ্ছে।)

খ) বাপু লেড়ক্যাকে ঝুকসিবেলসে লেখাবাহে। (বাবা ছেলেকে সকাল থেকে লেখাচ্ছেন।)

নাম ধাতুঃ চাঁই ভাষায় নামধাতুর ও যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে । বাংলা ভাষায় নাম বা বিশেষ্য শুধু নয় বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকেও নামধাতু হয় সেরকম চাঁই ভাষাতেও হয় । এই চাঁই ভাষায় নামধাতু দুভাবে গঠিত হয় । যেমন:

ক) নামপদের সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে:

নামপদ	+	ক্রিয়াবিভক্তি	=	নামধাতু	নামধাতুজ ক্রিয়াপদ
ড্যার	+	বেন	=	ড্যারাবেন	ড্যারাবেন
শুত	+	আ	=	শুতা	শুতলি শুতা দে

খ) বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম যোগ করে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে:

বিশেষণ	+	ক্রিয়াবিভক্তি	=	নামধাতু	ক্রিয়ারূপ/ধ্বন্যাত্মক
গুনগুন	+	আ	=	গুনগুনা	গুনগুনাকে, গুনগুনাবহ
ভনভন	+	আ	=	ভনভনা	ভিনভি, ভ্যানভ্যান
পকা>পক্ক	+	শূন্য	=	পকা	পাক্ক্যাল, পাকাশ
কান> কান্না	+		=	কনা	কান্নাহে , কাল্লা
রং	+	আ	=	রঙা	রযাঙ্গাবে, রাঙ্গাবেহ

বাক্যে প্রয়োগ:

ক) আমগ্যালা জাগদেকে পাক্কাব। (আমগুলো জাগ দিয়ে পাকাবো।)

খ) ম্যাধু লোভি ম্যাধুম্যাক্ষি ভিনভিন ক্যারাহ্যায়। (মধুলোভী মৌমাছি ভনভন করছে।)

তথ্যসূত্রঃ

1) চৌধুরী কমল ,সংকলন ও সম্পাদনা , মুর্শিদাবাদের ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব , দে'জ পাবলিশিং কলকাতা -৭৩,২০১১ পৃ -২৬৩।
2) W.W.Hunter "Statistical Account of Murshidabad" page -56.
3) মন্ডল নৃপেন্দ্রনাথ, চাঁইসমাজের রূপকার তুলসীচরণ মন্ডল,শিল্পনগরী প্রিন্টার্স বহরমপুর মুর্শিদাবাদ,বইমেলা ২০১৭ ,পৃ-৮-৯।
4) মন্ডল ,নৃপেন্দ্রনাথ; মাহারানী উপন্যাস, শিল্পনগরী প্রিন্টার্স বহরমপুর মুর্শিদাবাদ,বইমেলা ২০২১,ভূমিকা।

ব্যাক্তিগত ঋণস্বীকারঃ
১) অনুপ কুমার মন্ডল, অধ্যাপক শিক্ষা বিভাগ, নুর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। ৯৬৮১০৩৭২৭২।
২) মোহন মন্ড, শিক্ষক লালবাগ মুর্শিদাবাদ গোবরা জুনিয়ার হাই স্কুল ৯৫৯৩১৬১৪২৬।
৩) অসিত কুমার মন্ডল,কৃষ্ণ পল্লী মালদা,গবেষক চাঁই, ৯৪৭৪০৮৭৯৯৫।
৪) পঙ্কজ মন্ডল ফারাক্কা চাঁই গবেষক ৯১৫৩০৩৮৪।
৫) শত্রুঘ্ন মন্ডল জঙ্গীপু, নিস্তা ৯৭৪৯৯০৯৪১৯।
৬) সুনীল চন্দ্র মণ্ডল জঙ্গীপুর ,নিস্তা ৮১১৬০১১৭৪৫।
৭) রঞ্জিত মন্ডল জঙ্গীপুর ,নিস্তা ৮৬০৯০১২৫৭২।
৮) পরিমল মন্ডল চর সুজাপুর বৈষ্ণবনগর মালদা ৭৭১৮১৮৮৫১৯।
৯) নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল কৃষ্ণপুর বৈষ্ণবনগর মালদা ৭৭৯৭৮৪৪০৬৬।
১০) অখিল চন্দ্র সরকার কৃষ্ণপুর বৈষ্ণবনগর মালদা ৮৭৬৮৫০৮৭৪৫।
১১) মানিক চন্দ্র সরকার কৃষ্ণপুর শ্যামতলা বৈষ্ণবনগর মালদা ৯৭৩৪৬৫৫৫২৫।
১২) সীতা মন্ডল খয়রাকাদি এন টি পি সি ফারাক্কা ৬২৯৬৪৯৯৯৭৩।